দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 30 JUN 2009
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৪ কোটি ৫৭ লাখ ১৬ হাজার টাকার বাজেট

স্টাফ রিপোর্টার : বিজ্ঞান চর্চায় প্রণোদনা, কলেজগুলোতে কম্পিউটার, বইপত্র প্রদান ও সৌর প্যানেল স্থাপন, শিক্ষার্থীদের জন্য মেধাবৃত্তি চালু, ৬ বিভাগে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন এবং বিগত আমলে বন্ধকৃত মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট পুনরায় চালুর জন্য বিশেষ বরাদ্দসহ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯১ হাজার টাকার উদ্বৃত্ত সম্বলিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৪ কোটি ৫৭ লাখ ১৬ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল ২৯ জুন রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিটি অফিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৩তম সিন্ডিকেট সভায় এ বাজেট অনুমোদিত হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের বাজেটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ সাশ্রয় করে বিভিন্ন নতুন খাতে অর্থ বরাদ্দ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তরের লক্ষ্যে বাজেটে প্রথমবারের মতো বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষ্যদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের কর্মসূচীও এর অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই বিষয়টি বিবেচনায় এনে বাজেটে তাদের নতুন কোন প্রকার ফি বৃদ্ধি করা হয়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ট্রেজারার প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের মূল বাজেট ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট পেশ করেন। সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম আবু সাঈদ খান ও প্রফেসর ড. তোফায়েল আহমেদ চৌধুরীসহ সিন্ডিকেট সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুমোদিত বাজেটে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে ১০ কোটি টাকার সম্ভাব্য অনুদানসহ আয় দেখানো হয়েছে ৯৪ কোটি ৫৮ লাখ ৭ হাজার টাকা। আর ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৪ কোটি ৫৭ লাখ ১৬ হাজার টাকা। উন্নয়ন খাতে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনায় রয়েছে ৬৭ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা, সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা এবং বিশ্বব্যাংক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ কারিগরি সহায়তা বাবদ ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সিন্ডিকেট ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৩৭ লাখ ৯৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্তসহ ৭৬ কোটি ৫৫ লাখ ২৮ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেটও অনুমোদিত হয়।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে উন্নয়ন বাজেটে সর্বমোট ৬৭ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে—মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট'র জন্য ৮ কোটি এবং ৬টি বিভাগীয় শহরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ খাতে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হবে। এছাড়াও ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে গ্রন্থাগার, পাঠাগার, গবেষণাগার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২ কোটি, সিটি অফিসের জন্য জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণের জন্য ১০ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য ১০ কোটি, শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসনের জন্য ২ কোটি, সিনেট ভবন নির্মাণের জন্য ২ কোটি, অর্থ ও হিসাবভবন নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৫০ লাখ, অথার হাউজ নির্মাণের জন্য ৫ কোটি ১৬ লাখ, ১৯টি বৃহত্তর জেলা সদরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষার হল নির্মাণের (১ম পর্যায়) জন্য ১০ কোটি, মেডিক্যাল সার্ভিসেস ইউনিট ভবনের লিফট ক্রয়ের জন্য ৩০ লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য ১৫ লাখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের জন্য ২ কোটি, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরদ্বয় ও ট্রেজারার মহোদয়ের বাসভবনের জন্য জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণের জন্য ১০ কোটি এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহের তথ্য পরিসংখ্যান সম্বলিত মানচিত্র প্রকাশের জন্য ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হবে।